■ প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister)

● নিয়োগ (Appointment)

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংবিধান অনুসারে, **রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ** করেন [৭৫ (১) নং ধারা]। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ নির্ভর করলেও বাস্তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কোনো 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' নেই। **লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে বাধ্য।** তা না হলে শাসনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হবে। কিন্তু লোকসভায় **কোনো দল বা মোর্চা একক-সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে** রাষ্ট্রপতি নিজের মনোমতো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে পারেন। অবশ্য সেক্ষেত্রেও ওই পদে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে **লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য** হতে হয়। পার্লামেন্টের কোনো কক্ষের সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হলে তাঁকে **৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের** সদস্য হতে হয়, অন্যথায় তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না।

● ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions)

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে :

▸▸ *(১) লোকসভার নেতা বা নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী :* লোকসভার নেতা বা নেত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী। **লোকসভার অধিবেশন** কখন আহূত হবে, কতদিন চলবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর আলোচনা চলবে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারী। **সরকারের প্রধান মুখপাত্র** হিসেবে তিনি **লোকসভায় সরকারি নীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান** করেন। সভায় বিতর্ক

চলাকালে কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেই অগ্রসর হতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো বিল পাস করানোর দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে সভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কেবল লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী হিসেবেই নয়, সমগ্র সভার নেতা বা নেত্রী হিসেবেই তাঁকে কাজ করতে হয়।

▸▸ *(২) মন্ত্রীসভার গঠন-সংক্রান্ত ক্ষমতা :* সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। তবে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের সময় প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। এগুলি হল— ♦ (i) নিজ দল বা মোর্চার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মন্ত্রীসভায় স্থানদান ; ♦ (ii) সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রিত্ব প্রদান ; ♦ (iii) মন্ত্রীসভায় তফশিলি জাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের স্থানদান ; ♦ (iv) ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য নিজ দলের তরুণ অথচ উদীয়মান নেতাদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ এবং ♦ (v) ভারতের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ধনিক-বণিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারীদের মন্ত্রীসভায় স্থানদান।

▸▸ *(৩) ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী :* অনেকে প্রধানমন্ত্রীকে 'সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' (*primus interpares*—first among equals) বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, ক্যাবিনেটের অন্যান্য মন্ত্রী তাঁর সহকর্মী মাত্র ; অধীনস্থ কর্মচারী নন। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা তাঁকে একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত করেছে বলে অনেকের অভিযোগ। কারণ— ♦ (i) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো মন্ত্রীর নীতিগতভাবে বা অন্য কোনো কারণে বিরোধ বাধলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে সি. ডি. দেশমুখ, এম. সি. চাগলা, মহাবীর ত্যাগী, অশোক মেহেতা, মোহন ধারিয়া প্রমুখের কথা বলা যায়। ♦ (ii) প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করেন। ♦ (iii) তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর নির্দেশেই সভার যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। এমনকি, ক্যাবিনেটের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় তিনি এককভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে কেবল অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে ক্যাবিনেটের কাছে পেশ করেন। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ♦ (iv) ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে এবং ওইসব দপ্তরের সম্পাদিত কার্যাবলির মধ্যে সংহতি রক্ষা করা প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ♦ (v) যে-কোনো বিষয়ে কোনোরূপ সমস্যার উদ্ভব ঘটলে সেই বিষয়টিকে ক্যাবিনেটের সভায় পেশ করার আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। ♦ (vi) ক্যাবিনেট কমিটিগুলির হাতে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সেইসব বিষয়ে কমিটিগুলি যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে বিষয়ে সাধারণত

ক্যাবিনেটের সভায় কোনো আলোচনা হয় না। কারণ, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ওইসব কমিটির সভাপতি থাকেন বলে অতি সহজেই তিনি কমিটিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এইভাবে ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে তাঁকে **'ক্যাবিনেটের মধ্যমণি'** কিংবা **'তারকামণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান চন্দ্র'** ***(inter stellas luna minoris)*** বলে বর্ণনা করা হয়।

▸▸ *(৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা:* ভারতের **পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে** প্রধানমন্ত্রী সেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তেমনি **বিশ্বরাজনীতিতে** তিনি **ভারতের প্রধান মুখপাত্র** বলে বিবেচিত হন। বিশ্বরাজনীতিতে তিনি হলেন ভারতের সুনাম ও স্বার্থরক্ষার অন্যতম প্রহরী। **বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রধান প্রতিনিধি** হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তা ছাড়া, তিনি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে **বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের** স্বাগত জানান, **শুভেচ্ছা বিনিময়** করেন এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের **পররাষ্ট্রনীতি** ব্যাখ্যা করেন।

▸▸ *(৫) নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতা:* ভারত সরকারের বিভিন্ন **গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে** প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কাজ করেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় জনকৃত্যক কমিশন, অন্তঃরাজ্য পরিষদ, অনুন্নত শ্রেণিগুলির অবস্থা-সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিশন প্রভৃতির সদস্যদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলেন। এমনকি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি প্রমুখের নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা থাকে।

▸▸ *(৬) রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা:* মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত, শাসন-সংক্রান্ত কোনো বিষয় এবং আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রীসভায় গৃহীত কোনো প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কোনোকিছু জানতে চাইলে সে বিষয়ে তাঁকে **অবহিত করা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য**। এইভাবে প্রধানমন্ত্রী **রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন** করেন। তবে ভারতীয় সংবিধানে তত্ত্বগতভাবে যাই বলা হোক না কেন, **বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই যাবতীয় কার্য সম্পাদন** করেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানির মতো তিনিও নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবেই কাজ করে থাকেন।

▸▸ *(৭) লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা:* লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে **দলের বা মোর্চার ঐক্য ও সংহতি রক্ষা** করতে হয়। দল বা মোর্চার মধ্যে কোনো রকম বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি সেইসব বিরোধের নিষ্পত্তি করে দল বা মোর্চার ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। সরকারি দল বা মোর্চার জনপ্রিয়তা ও নির্বাচনী সাফল্য প্রধানমন্ত্রীর ওপর অনেকখানিই নির্ভর করে। অনেক সময় তাঁর ওপর ভরসা করেই তাঁর দল বা মোর্চা নির্বাচন-বৈতরণি অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তিনি জনমতের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলে তাঁর দল বা মোর্চা নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।

▸▸ *(৮) জাতির নেতা:* সমগ্র জাতির নেতা বা নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি বিশ্লেষণ করে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। রাজনৈতিক,

প্রভৃতি ব্যাপারে কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি হলে তিনি সভাসমিতির মাধ্যমে কাছে উপস্থিত হয়ে সেগুলির সমাধানের উপায় সম্পর্কে সরকারের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করেন।

পদমর্যাদা : প্রধানমন্ত্রী কি একনায়ক? (Position : Is the Prime Minister a Dictator?)

» *'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' বলার যুক্তি :* ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতো ভারতের মন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ যায়। প্রথম মত অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' অর্থাৎ, দের সমপর্যায়ভুক্ত হলেও তিনি তাঁদের প্রধান হিসেবে বিশেষ একটি পদমর্যাদার কারী। কারণ, ♦ (i) সাধারণত কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় মন্ত্রীসভা কিংবা ক্যাবিনেটে নরূপ ভোটাভুটি হয় না। যদি কোনো ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা , তবে অন্যান্য মন্ত্রীর মতো প্রধানমন্ত্রীও একটি মাত্র ভোটদানের অধিকারী। (ii) তত্ত্বগতভাবে **সমগ্র মন্ত্রীসভাই রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা** হিসেবে কাজ করে। নিয়ম-ক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তবে া সত্য যে, প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী। (iii) তিনি রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে **যোগসূত্র** হিসেবে যেমন কাজ করেন, তেমনি র মন্ত্রীসভার **মুখ্য প্রবক্তা** হিসেবে পার্লামেন্টে মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ ঘোষণা ন। ♦ (iv) **সরকারি দল বা মোর্চার অবিসম্বাদিত নেতা বা নেত্রী** হিসেবে তিনি যথেষ্ট ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ♦ (v) অনেক সময় প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই **ভারতের ারণ নির্বাচন** অনুষ্ঠিত হয়।

» *একনায়ক বলার কারণ :* যাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কেবল 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ধ্যে অগ্রগণ্য' বলে মেনে নিতে সম্মত নন, তাঁদের প্রধানত **দুটি গোষ্ঠীতে** ভাগ করা যায়। ম গোষ্ঠীভুক্ত **ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রীর** ব্যাপক ও বহুমুখী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে তাঁকে **একনায়ক** ল চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, ♦ (i) তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি **মন্ত্রীদের নিয়োগ** রখাস্ত করতে পারলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি **প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই** তা করে থাকেন। (ii) যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহকর্মীদের পরামর্শ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী **এককভাবে** দ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর গৃহীত **সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে** অপ্রতিরোধ্য। উদাহরণ সেবে বলা যায়, ক্যাবিনেটের পরামর্শ ছাড়াই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৫ সালের জুন সে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। ♦ (iii) আবার, রাজীব গান্ধি বোফর্স কামান ক্রয়, ঞ্জাব চুক্তি, অসম চুক্তি প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে **রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার** কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। ♦ (iv) পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সর্বোচ্চ তা হওয়ার ফলে **ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধি কার্যত পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন** ক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু একাদশ লোকসভার শুরু (২২.৫.১৯৯৬) থেকে অদ্যাবধি কোনো একটি দলের একক প্রাধান্য না থাকায় প্রধানমন্ত্রীরা কিছুটা সংযতভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সমর্থকরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একনায়ক বলতে রাজি নন। তাঁদের মতে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বকালে **প্রধানমন্ত্রীপদের রাষ্ট্রপতিকরণ** (Presidentialisation of the Prime Minister's Office) ঘটেছিল। কারণ, তাঁরা মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে নেহরু পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত **এম. ছলপথি রাউ** বলেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংরক্ষিত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ রাষ্ট্রপতিপদের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[৩] কারণ, ♦ (১) শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি কিংবা রাজীব গান্ধির সময় ভারতীয় ক্যাবিনেট কার্যত প্রধানমন্ত্রীর **হুকুম তামিল করার হাতিয়ারে** পরিণত হয়েছিল। **এল. এম. সিংভি** (L. M. Singhvi)-র মতে, ভারতে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরা ক্রমে ক্রমে প্রধানমন্ত্রীর 'এজেন্ট'-এ রূপান্তরিত হয়েছেন।[৪] ♦ (২) আবার, মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতোই ভারতের কোনো কোনো প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট-সহকর্মীদের অপেক্ষা **ব্যক্তিগত পরামর্শদাতাদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা** করতেন। ♦ (৩) তা ছাড়া, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি যেমনভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে, ভারতে ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধির সময় **প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকে** কেন্দ্র করে একই ধরনের উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। তবে একথা সত্য যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারেন না। **জনমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী** এবং **বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির** দিকে তাকিয়ে তাঁকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

● উপসংহার (Conclusion)

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী **গ্যালিভারের** মতো দশ হাজার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত নন কিংবা **প্রমিথিউসের** মতো নৈরাশ্যের শিলাখণ্ডে আবদ্ধও নন। বরং বলা চলে, তিনি **প্রবল প্রতাপান্বিত সিংহের** মতো বহুদূর পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন এবং তাঁর বিপুল ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করেও অনেক কিছুই করতে সক্ষম। তবে কোন্ প্রধানমন্ত্রী কতখানি পরিমাণে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন, তা বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁর **ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা** ও দেশের **প্রভুত্বকারী শ্রেণির সমর্থনের** ওপর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে **অ্যাসকুইথ** (Asquith)-এর মন্তব্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন, "পদাধিকারী যেমনভাবে ব্যবহার করতে চান, প্রধানমন্ত্রীর পদ ঠিক সেরকমই হবে।"

PRIME MINISTER

A parliamentary form of government can be described as a polity where the power is invested in the representatives of the people who form the real executive and the head of the state is the nominal executive. As per the provisions of the Constitution, the nominal executive is the president while the real executive is the primeminister [PM] and his Council of ministers. Though all the actions are performed under the name of the president, it is the PM and his Council of Ministers who actually constitute the government.

The office of prime minister originated in England which was later borrowed by the framers of the Constitution. The Constitution of India under Article 74 states that there shall be a council of ministers with the prime minister as the head to aid and advise the president who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with the advice. Furthermore Article 74(1) also states that prime minister shall be the 'at the head' of the council of ministers which suggests that the other ministers cannot exercise their functions without PM. There are, in fact, two approaches to understand the office of PM. Lord Morley described the PM as *primus inter pares* (first among equals) while the other approach suggested by Sir William Vernon called PM *inter Stellas luma minores* (moon among the stars). Harold Laski called PM "the pivot of the whole system of government".

As regards the appointment of the prime minister, the Constitution of India under Article 75(1) states that the prime minister is selected by the president of India. The president invites the leader of the majority party in the Parliament to form the council of ministers. Sometimes the president uses his discretionary powers if no party gains a clear majority in the Lok Sabha. In such a situation, the president requests the single largest party to form the government or he may allow a coalition government to be formed. If the party has a clear majority and an able leader then the president has no choice but to invite the leader to form the government.

Once the prime minister is selected by the president, the other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. However, it is the PM who decides and allots portfolios to ministers. The number of members in the council of ministers, is however, not mentioned in the Constitution of India. To a large extent the number depends upon the exigencies of time. The number of members is usually the discretion of the PM. Generally, the prime minister makes sure that people of various areas,

states and communities are represented in the Council. For administrative convenience, the ministers are classified into three; (a) Cabinet ministers, (b) ministers of State and (c) Deputy ministers. While Cabinet ministers have independent charge of the ministries under them and have the right to call a meeting as and when they need, ministers of state are not members of the cabinet and they attend meetings only when invited. Deputy ministers assist the minister-in-charge of a department of a ministry and do not participate in cabinet meetings. Article 88 of the Constitution further states that ministers may be chosen from among the members and a minister who is a member of one house has the right to take part in the proceedings of the other house but has no right to vote in which he is not a member Apart from the above provisions in the Constitution of India, there is no hard and fast rule that a minister must be a member of the Legislature. But he cannot continue as minister for more than six months unless he obtains a seat in any of the houses of the Parliament [Article 75 (5)].

Regarding ministerial responsibility, Article 75(3) Constitution of India specifies that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the People. The concept of collective responsibility plays a crucial role in a parliamentary democracy. In simple terms, it means that all the members of the council of ministers act in unison. Collective responsibility has two meanings. Firstly, all ministers of a government unanimously support the policies and display unanimity in public occasions though they may express different views in cabinet meetings. Secondly, the ministers are personally and morally responsible for the success and failure of the government. The entire ministry is under constitutional obligation to resign as soon as it loses the confidence of the house of the people even though some members belong to the house of representatives.

Salaries and allowances of the ministers are determined by the laws of the Parliament as specified in the Second Schedule. Each minister gets a sumptuous salary based on their ranks, plus a rent-free residence. The Constitution of India also made provisions for a continuing relationship between the Council of ministers and the president and made it mandatory on the part of the PM to communicate all the decisions to the president regarding the affairs of the administration(Article 78). If the president does not agree with the decisions of the Cabinet, he may persuade the Cabinet to revise t its decision on any matter. If he does not succeed, he has to accept the advice of the Council of ministers.

Functions of the Prime Minister

The PM is described as one of the most vital entities in the entire political system. He is the undisputed leader of the Cabinet. The personality of the PM also determines the nature of authority he has to exercise. The PM has to perform an innumerable number of tasks especially in a country that thrives in ensuring welfare to the people. He is the head of the government and the chief executive of the entire nation. The first PM of India, Jawaharlal Nehru, described the role of PM as "The lynchpin of the Government". Brief explanations of certain important functions of the prime Minister are as follows:

HEAD OF THE GOVERNMENT

The president is the head of the state while the prime minister is the head of the government. He is the chief executive of the nation and works as the head of the Union government. All the major appointments are made by the president only on the advice of the PM. All the major decision- making bodies like Union cabinet, Planning Commission, Cabinet Committees, all function under the supervision and direction of the PM.

LEADER OF THE CABINET

In a parliamentary form of government, the relation between the cabinet and the PM is important. It is in fact the good relation between the two that sustains the government. The PM is the focal point in a cabinet system. Article 74 of Constitution of India mentions that there shall be a council of ministers headed by the prime minister. In the words of Ivor Jennings, he is the sun around which other ministers revolve like planets. The various ministers in the cabinet remain in office during the pleasure of the president. But in actual practice it is the prime minister who decides their stay in the Cabinet. He has the power to change the portfolio of any minister or demand his resignation or even dismiss him from the cabinet. He has the power to reshuffle the entire government ministers. No major decision of the cabinet is taken without the presence of the prime minister. There is more emphasis on consensus than on voting. It is the responsibility of the PM to sum the various opinions expressed by the cabinet members and then come to a conclusion that is acceptable to all the members. Resignation of the PM implies resignation of all the ministers. Laski once described PM as central to the formation of council of ministers, central to its life and central to its death. However, there were occasions when the prime ministers acted in an authoritarian mannerhaving sidelined the entire concept of collective responsibility. This change in the behaviour of the PM is certainly due to ever -increasing number of functions to be carried out. There is also a problem of co-ordination and proper care within the various cabinet committees which try to pass the decision making to the PM who is the leader and coordinator. His responsibilities have increased with the growing complexities within the cabinet form of government.

PRIME MINISTER AND THE PRESIDENT

In a parliamentary form of government, the president is the constitutional head who acts in accordance with the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister. But the president uses his discretionary powers when no party commands majority in the Lok Sabha. The Constitution stipulated that it is the duty of the PM to communicate all the major decisions of the cabinet to the president relating to the administration of the affairs of the state. This suggests that the PM acts as the link between the cabinet and the president. The president also has the power to ask the PM to submit any decision taken by the cabinet but has not been discussed inthe Council.

LEADER OF THE PARLIAMENT

The PM is the leader of the Parliament because he leads the majority party in the Parliament. He calls upon the meetings and decides the programmes for sessions. He is empowered to prorogue and dissolve the house. As the chief spokesperson of the government, he informs the various intentions of the government to the house. He announces various policies taken up by the government and answers queries. He makes sure that no minister in his government commits any mistake. If a mistake is ever committed by a minister he corrects them and in some cases even rebukes them. He represents the cabinet as a whole unlike any other member of the government.

CHIEF SPOKESPERSON OF FOREIGN RELATIONS

The PM plays a crucial role in maintaining good relations with his counterparts in other countries. He initiates policies that are likely to build friendship between two nations. He speaks on behalf of the entire nation in any international conference. He takes care in dealing with non-aligned countries. Most PMs, having taken special interest in foreign affairs , helped strengthen their position at home and abroad.

CHAIRPERSON OF THE PLANNING COMMISSION

Planning Commission is an extra- constitutional body headed by the PM. It takes into consideration of all the activities that have to be taken up both by the Centre and the States. All the important decisions regarding the economy of the country are taken care of by the Planning Commission under the Chairmanship of PM.

It becomes clear that Prime Minister is certainly the most powerful person in the entire gamut of politics. He has the right to form ministry, increase the size of the Council or remove anybody and, more importantly, the power to make his party colleagues listen to his views and ideas. However the compliance of his colleagues also depends up on his calibre, charisma, the strength of the party in national politics and also the socio-economic and political conditions of the times.

Changing Role of the Prime Minister

The role of the prime minister in the political scene changed from the day India became a Republic. In the early years of Independence, both ideological and personality clashes between the leaders were frequent. When we consider the example of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister and Sardar Vallabhai Patel, Deputy Prime Minister, both of them had differences with reference to their sphere of activities and responsibilities. Nehru, an active person in the freedom struggle, witnessed the World War, growth of fascism, socialism and bolshevik revolution, had a close and deep understanding of history. He finally emerged as an international leader. These credentials of Nehru made Patel reject

his superiority. Patel claimed that Nehru took independent decisions on issues that fall within the range of his ministries and responsibilities. Nehru rejected the restrictions upon him. In fact, it was a situation wherein both the leaders acted as rivals. However, with the death of Patel, Nehru became an unquestionable and charismatic leader. However, this did not last long. With the emergence of new States and the unexpected invasion by China in 1962, and the consequences of the war completely disturbed the democratic setup. There was a lack of political commitment. The Nehru era came to an end with his death in 1964.

With the exit of Nehru, more emphasis was laid on consensus and collective leadership. Party members demanded more sharing of powers between the prime minister and his council of ministers both at the Centre and in States. Though Lal Bahadur Shastri succeeded Nehru, he could not exhibit much of his decision-making skills because of his untimely death.

Shastri was succeeded by Mrs. Indira Gandhi, one of the most dominating Prime Ministers, India ever had. Her unwillingness to accept suggestions created schisms within the Congress Party in 1969. During her struggle for gaining control over the party and the government she found herself being challenged by institutional structures, the courts, the president of the Party, Congress Working Committee and also the Chief Ministers of the States. The 1971 and '72 elections gave a boost to the Congress party as its power was restored both at the Centre and the States. At this stage, Indira Gandhi took a number of measures to consolidate her position and prevented the rise of opposition parties that threatened her authority. She resorted to techniques like reshuffling the ministers and changing their portfolios, declared herself as party president, appointed her son, Rajiv Gandhi, as party general secretary.

During the 1977 general elections, Congress party suffered a setback. The Janata Party, having gained power, displayed tendencies of collective leadership which was missing during Indira Gandhi's term as the PM. However, open defiance of the PM and his authority, independent power bases within the party members led to the breakdown of the Janata Party. This once again threw up the need for a strong leadership for creation of a stable government. This belief legitimized the process of consolidation of Indira Gandhi's power till her assassination in 1984. After Indira Gandhi's death, her son Rajiv Gandhi succeeded as the PM. He strengthened his position by recruiting young businessmen with practically no political experience as ministers in his government to secure support for all his activities. He also exhibited traits like that of his mother in his desire to consolidate power in his own hands.

After the death of Rajiv Gandhi there was an increasing trend of coalition governments. The system of one-party dominance broke down, leading to chaos and confusion regarding the stability of the government. Almost for over a decade no single party could form the government.

In 1989, the V. P. Singh-led Janata Dal formed the National Front Government, a coalition government supported by Bharatiya Janata Party (BJP) and Communist Party of India Marxist (CPM). It tried to restore the democratic norms and institutions and